ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১ চৈত্র ১৪৩০, ১৫ মার্চ ২০২৪

অমর একুশে উদ্‌যাপনে সকলের সহযোগিতার জন্য উপাচার্যের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ-ভাষা দিবস-২০২৪ ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সর্বস্তরের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র‌্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং গণমাধ্যমসহ সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য উপাচার্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ৭জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন, অসদাচরণ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। সাময়িক বহিষ্কৃতরা হচ্ছে- মৃৎশিল্প বিভাগের জাহিদ শেখ ও মো. শাহরিন ইসলাম, ফলিত গণিত বিভাগের মো. আযহা ইসলাম, সংগীত বিভাগের মর্তুজা হাসান খান, ইতিহাস বিভাগের মো. আজিম মাহমুদ তওসিফ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মো. রিয়াদ মাল এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের মো. আব্দুল ওহেদ। এছাড়া, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৬০জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। শৃঙ্খলা (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত

একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তাঁর ২১ বারের ২১টি পুষ্পস্তবক অর্পণের দুর্লভ ছবি নিয়ে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, শহিদ মিনার চত্বরে প্রথম বারের মতো এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যগণ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা অতিথিদের স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল । সর্বপ্রথম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধান হিসেবে ২১ বার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদিতে তাঁর ২১ বারের ২১টি পুষ্পস্তবক অর্পণের দুর্লভ ছবি নিয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রথমবারের মত একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুস ছামাদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমান, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বিভিন্ন হলের প্রভোস্টের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সর্বস্তরের জনগণ একে একে শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৬টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর নেতৃত্বে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি ও তাদের বংশধররা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান স্বীকার করতে চায় না। এই গোষ্ঠী এখনও নানাভাবে বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করে। তাদের এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মকে সোচ্চার হতে হবে। গত ৭ মার্চ ২০২৪ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মোল্লা মোহাম্মাদ আবু কাওছারসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বৈশ্বিক তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে বলেন, এই ভাষণ শুধু ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকেই অনুপ্রাণিত করেছিল তা নয়, বরং এটি যুগে যুগে বিশ্বের সকল অবহেলিত, বঞ্চিত ও স্বাধীনতাকামী জাতি-গোষ্ঠীকে অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে। এই ভাষণ সকল দেশ, জাতি ও যুগের জন্য প্রাসঙ্গিক। এ কারণেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপাচার্য বলেন, এই ভাষণে স্বাধীনতার উপাদান, রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ সামগ্রিক (৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপিত

বঙ্গবন্ধু'র দূরদর্শী চিন্তা ও নির্দেশনায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ও নির্দেশনায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নির্মাণ ও উত্তোলন করা হয়। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে এই জাতীয় পতাকা উত্তোলন একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় অ্যাখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এই পতাকা কখন, কোথায়, কিভাবে নির্মাণ ও উত্তোলন করা হবে তা বঙ্গবন্ধু আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। গত ২ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এসব বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রফিকুল আলম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আরও বলেন, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যু পরোয়ানা রচিত হয়েছিলো। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু একজন দূরদর্শী নেতা ছিলেন এবং এই মহান নেতা আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ধাপে ধাপে আমাদেরকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে এবং জানাতে হবে। এসব ইতিহাস সঠিকভাবে জানলে তরুণ প্রজন্ম কখনও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ পতাকা উত্তোলনের পটভূমি তুলে ধরে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পতাকা উত্তোলন দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশ ও জাতির গৌরবগাঁথা ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্জন এবং বিভিন্ন দিবসের (৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবন মেলা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে গবেষক ও উদ্যোক্তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৪ মার্চ ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দিনব্যাপী উদ্ভাবন মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। 'Funding Innovation: How, What and Why of Successful Cases?' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাটাসফ্‌ট সিস্টেমস বাংলাদেশ এর সভাপতি এম. মানজুর মাহমুদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন টিমের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ স্বাগত বক্তব্য দেন। অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশিপ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ জনকল্যাণে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের গবেষকদের উদ্ভাবনী পণ্যসমূহ বাজারজাত করতে দেশের বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে শিগগিরই আলোচনা করা হবে। বর্তমান 'নলেজ ইকোনমির' যুগে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই আমাদের নতুন ধারণা উপস্থাপন ও পণ্য উদ্ভাবন করতে হবে। উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ গবেষক ও উদ্যোক্তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, তাহলেই আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানচিত্রে আমরা টিকে থাকতে পারবো। গবেষকদের উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবার বিকাশ ঘটাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই 'স্টার্ট আপ স্টুডিও' প্রতিষ্ঠা (৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪ অনুষ্ঠিত

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে রোকেয়া হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কুয়েত-মৈত্রী হল

বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ক্রিমিনোলজি বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রিনা খাতুন এবং রানার্স-আপ হয়েছেন দর্শন বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী আশা মনি। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমুন নাহার উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় একাত্তর হল

বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফিন্যান্স বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী অলিন্দ আল আরীব। এই প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে রানার্সআপ হয়েছেন আইন বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থী বকুল ইসলাম এবং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থী বিল্লাল হোসেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গমাতা হল

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লোক প্রশাসন বিভাগের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রেহেনা আক্তার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রানার্স-আপ হয়েছেন পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী বাবলী আক্তার মনা। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ফারহানা বেগম উপস্থিত ছিলেন।

রোকেয়া হল

রোকেয়া হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উর্দু বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী সাঈদা আক্তার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রানার্স-আপ হয়েছেন ইংরেজি বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সোহানা আক্তার। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সকালে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নিলুফার পারভীন উপস্থিত ছিলেন।

সুফিয়া কামাল হল

কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রুমা এবং রানার্স-আপ হয়েছেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী তিথি রানী। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মো: তোফায়েল হোসেন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সজীব কাজী। রানার্স-আপ হয়েছেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাহারিয়া ইমন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, ঢাবি এ্যাথলেটিকস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এমরান কবির চৌধুরী, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, কেন্দ্রের পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ এবং সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ৭জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার

১ম পৃষ্ঠার পর) পরিষদের সভার সুপারিশ অনুযায়ী গত ০৩ মার্চ ২০২৪ রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় বহিষ্কারের এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

মৃৎশিল্প বিভাগের সাময়িক বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী জাহিদ শেখ ও মো. শাহরিন ইসলাম শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একজন শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে আটক রেখে ১০হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং মুক্তিপণ হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। এই ঘটনায় ভিকটিম শিক্ষার্থীর পিতা অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের নামে লালবাগ থানায় মামলা দায়ের করেন। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদেরকে এই সাময়িক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাময়িক বহিষ্কৃত ফলিত গণিত বিভাগের মো. আযহা ইসলাম, সংগীত বিভাগের মর্তুজা হাসান খান, ইতিহাস বিভাগের মো. আজিম মাহমুদ তওসিফ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মো. রিয়াদ মাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানস্থ শিখা চিরন্তনে ঘুরতে আসা দুজন দর্শনার্থীর গতিরোধ করে এলোপাথাড়ি মারধর করে ৫ হাজার ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় ভিকটিম শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করেন। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত এই চার শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন, অসদাচরণ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী অভিযোগে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের মো. আব্দুল ওহেদকে সাময়িক বহিষ্ক্কার করা হয়েছে।

সাময়িক বহিষ্কারের চিঠি সংশ্লিষ্ট থানা, শিক্ষার্থীর স্থানীয় অভিভাবক এবং স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। বহিষ্কৃত এই ৭ শিক্ষার্থী বহিষ্কারাদেশ চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয় হলে অবস্থান করতে পারবে না। তাদের কৃত অপরাধের জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না' মর্মে কারণ দর্শানো এবং ৭ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।

এছাড়া, ক্যাম্পাসে ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে চাঁদা গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রক্টর অফিসের মো. শামীম হোসেনকে স্থায়ীভাবে চাকুরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কৃত ৬০জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই জনকে পরীক্ষাসহ তিন সেমিস্টার, ৪০জনকে পরীক্ষাসহ দুই সেমিস্টার এবং ১৮জনকে পরীক্ষাসহ ১ সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

৫৩তম আন্তঃহল অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ হল ও শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩তম আন্তঃহল অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে জগন্নাথ হল এবং ছাত্রীদের গ্রুপে শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স-আপ হয়েছে ছাত্রদের গ্রুপে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং ছাত্রীদের গ্রুপে কবি সুফিয়া কামাল হল। ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ছাত্রদের মধ্যে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের শিক্ষার্থী খালিদ মহিবুল্লাহ এবং ছাত্রীদের মধ্যে কবি সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থী নূসরাত জাহান রুনা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে রানার্স-আপ হয়েছেন শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের শিক্ষার্থী মো. আলমগীর হোসেন এবং শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থী জুয়ায়রীয়া ফেরেদৌস। দু'দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিকস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এমরান কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সুনাম ধরে রাখতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত এসব চর্চা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ন খালিদ মহিবুল্লাহ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ও নূসরাত জাহান রুনা সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী। এছাড়া, ব্যক্তিগত পর্যায়ে রানার্স-আপ হওয়া মো. আলমগীর হোসেন ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের মাস্টাস শ্রেণির ও জুয়ায়রীয়া ফেরেদৌস গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী খেলোয়াড়রা এই আন্ত:হল অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতার ২৪টি ইভেন্টে অংশ নেন।

আন্তঃহল হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে জগন্নাথ হল এবং ছাত্রীদের গ্রুপে যৌথভাবে শামসুন নাহার হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং ছাত্রীদের গ্রুপে রোকেয়া হল রানার্স-আপ হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৫ মার্চ ২০২৪ এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ১১ মার্চ ২০২৪ সোমবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ্যান্ডবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার সভাপতিত্বে উভয় অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে

১ম পৃষ্ঠার পর) কর্মচারীদের একটি প্রভাতফেরি স্মৃতি চিরন্তন চত্বর থেকে শুরু হয়। প্রভাতফেরি সহকারে তারা আজিমপুর কবরস্থানে গমন করেন এবং ভাষা শহিদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ করা হয়। পরে প্রভাতফেরি সহকারে তারা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গমন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রভাতফেরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে ভাষা সংগীত পরিবেশন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আন্তঃহল ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ছবিতে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে বিজয়ীদের দেখা যাচ্ছে।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৪৮ জন শিক্ষার্থী

২০১৮,২০১৯ ও ২০২০ সালের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৪৮ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অসাধারণ গবেষণা কর্মের জন্য অনুষদের ৬ জন শিক্ষককে ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১০ মার্চ ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ। এসময় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জলবায়ু, ভূগর্ভস্থ সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদ বিষয়ে যুগোপযোগী গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি কৃতী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ওয়াটার রকেট উৎক্ষেপণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী স্পেসভার্স ১.০ উৎসব গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

দিনব্যাপী উৎসবে মহাকাশ ও মহাকাশ অর্থনীতি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ডেমো রকেট বানানোর উপর কর্মশালা এবং প্রথমবারের মতো ওয়াটার রকেট উৎক্ষেপণ করা হয় ।

আইটি সোসাইটির সভাপতি মোহাইমিনুল হক মীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইটি সোসাইটির মডারেটর অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া এবং উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কাজী মোহাইমিন আস সাকিব। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইটি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক নিয়াজ উদ্দীন ভূঁইয়া নবীন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল স্পেসভার্স ১.০ উৎসবের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা তথ্য-প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করবে। যে জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজস্ব উদ্ভাবন রয়েছে সে জাতিই বিশ্বে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়। আমাদের শিক্ষার্থীরা মৌলিক গবেষণা ও নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করবেন বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারকে ডুপা'র সংবর্ধনা

ফার্মেসী অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডুপা) গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের নবনিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার এবং ডুপা'র সদস্য রেডিয়েন্ট ফার্মাাসিউটিক্যালস্ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. নাসের জাহেদী, এম.পি কে সংবর্ধনা প্রদান করেছে।

ফার্মেসী অনুষদের ডিন ও ডুপার সভাপতি অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী এবং ডুপা'র মহাসচিব অধ্যাপক ড. শেখ জহির রায়হান বক্তব্য রাখেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার তাঁকে এবং ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. নাসের জাহেদীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করায় ফার্মেসী অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে দেশের স্বনামধন্য ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কর্নধারগণ, কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের কাছে উত্তরা ব্যাংকের মিনিবাস হস্তান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড বিশ্ববিদ্যালয়কে ১টি মিনিবাস উপহার দিয়েছে। গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উত্তরা ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব আজহারুল ইসলাম বাসটির চাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উত্তরা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইতুল ইসলাম, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং উত্তরা ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. রবিউল হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য ১টি বাস প্রদান করায় উত্তরা ব্যাংকের চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, উত্তরা ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে সবসময় সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। আমরা সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষ করে অ্যালামনাইদের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে এবং সহযোগিতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করব।

উত্তরা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে উত্তরা ব্যাংক সবসময় আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবতাবাদী দার্শনিক শহিদ ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মনসুর মুসা 'একলব্য মানুষ ও অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বলেন, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবতাবাদী দার্শনিক। তিনি সুন্দর সমাজ ও পৃথিবী বিনির্মাণের লক্ষ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য কবি মুহাম্মদ সামাদের কবিতাসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য কবি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের কবিতাসন্ধ্যা গত ১০ মার্চ ২০২৪ চারুকলা অনুষদের ওসমান-জামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারুকলা অনুষদ এই কবিতাসন্ধ্যার আয়োজন করে।

বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী, অভিনেতা ও সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। কবি মুহাম্মদ সামাদের কবিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি-কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন। এসময় কবি মুহাম্মদ সামাদের সহধর্মিণীসহ দেশ-বিদেশের বরেণ্য কবি, আবৃত্তিকার ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কবি সামাদের কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী–রূপা চক্রবর্তী, শিমুল মুস্তাফা, শাহাদাৎ হোসেন নিপু, মাহিদুল ইসলাম, নায়লা তারান্নুম চৌধুরী কাকলী ও তামান্না সারোয়ার নীপা। কবির পছন্দের গান পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী সুমা রানী রায়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল একুশে পদকপ্রাপ্তিতে কবি মুহাম্মদ সামাদকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ একজন প্রথিতযশা কবি, শিক্ষক, গবেষক ও বিদগ্ধ মানুষ । দেশের দুর্দিনে যখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বলার মানুষ খুব কম ছিল, তখন কবি মুহাম্মদ সামাদ আবেগ দিয়ে, হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে কবিতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। আর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা মানেই দেশের জন্য, মানবতার জন্য লেখা।

অনুভূতি প্রকাশ করে কবি মুহাম্মদ সামাদ বলেন, শিক্ষকতার পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরে আমি কবিতা লিখছি। অন্যকোন পেশা আমাকে কখনও আকৃষ্ট করেনি। জীবনে আমি কোনদিন ফাঁকি দেইনি। আমার কবিতা একসময় দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান আবৃত্তিশিল্পীরা আবৃত্তি ও অনুবাদ করবেন তা কখনো ভাবিনি। বর্ণাঢ্য কবি জীবনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি কখনো কবিতাকে ছাড়িনি, কবিতাও আমাকে কখনো ছাড়েনি।

সভাপতির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান নূর বলেন, কবি মুহাম্মদ সামাদ কবিতার মধ্যে দিয়ে সত্যকে ধারণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী কবি। যখনই বঙ্গবন্ধু বা মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে কোন কবিতা পড়ি তখন অনিবার্যভাবে মুহাম্মদ সামাদের কবিতা চলে আসে।

উল্লেখ্য, কবি মুহাম্মদ সামাদ ২০২০ এবং ২০২৪ সালে যথাক্রমে কবিতায় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ও ভাষা সাহিত্যে একুশে পদক অর্জন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য উত্তরা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর কাছে ১টি মিনিবাস উপহার দিয়েছেন।

ঢাবি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাইম ব্যাংকের ১টি বাস উপহার

শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য প্রাইম ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১টি বাস উপহার দিয়েছে। প্রাইম ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই আজম জে চৌধুরী গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আনুষ্ঠানিকভাবে বাসটির চাবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান তানজিল চৌধুরী, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং প্রাইম ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হাসান ও. রশীদ উপস্থিত ছিলেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য ১টি বাস প্রদান করায় প্রাইম ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, কল্যাণ সাধন এবং তাদের আন্তর্জাতিক মানের মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগ সফল করতে প্রাইম ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রাইম ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলেও উপাচার্য প্রত্যাশা করেন।

প্রাইম ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে আমি সবসময় গর্ব করি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোমেশন ও টেকনোলজির উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে আগ্রহী।

দিনব্যাপী গবেষণা-প্রকাশনা মেলা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটসমূহের উদ্যোগে দিনব্যাপী ‘গবেষণা ও প্রকাশনা মেলা’ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আই.বি.এ) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই মেলা উদ্বোধন করেন।

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং মেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ এ. মোমেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গবেষণা ও প্রকাশনা মেলা আয়োজনে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কোন প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানের হতে হলে তার মানসম্মত গবেষণা ও প্রকাশনা থাকতে হয়। গবেষণা, প্রকাশনা ও উদ্ভাবনের মধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যার্টআপ গড়ে উঠে। মানসম্মত স্ট্যার্টআপ গড়ে ওঠার ফলে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদার হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করে উপাচার্য আরও বলেন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রকাশনা, গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। গবেষকদের নামেমাত্র গবেষণা না করে দেশ ও জাতির টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরি অবদান রাখতে গবেষণায় মনোযোগী হতে হবে। যেই রিসার্চকে প্রোডাক্টে রূপান্তর করা যায় সেটিকেই উদ্ভাবন বলা হয়, যার দ্বারা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সামাজিক চাহিদা নিরূপণ, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণের ক্ষেত্রে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারসহ অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

‘৫ম বাংলাদেশ ইকনোমিক্স সামিট’ অনুষ্ঠিত

অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাব ‘ইকনোমিক্স স্টাডি সেন্টার’-এর উদ্যোগে ৩-দিনব্যাপী ‘৫ম বাংলাদেশ ইকনোমিক্স সামিট’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সামিট উদ্বোধন করেন।

ইকনোমিক্স স্টাডি সেন্টারের সভাপতি ফারহা তাসনিমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মাসুদা ইয়াসমিন এবং ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই ইকনোমিক্স সামিটের সফলতা কামনা করে বলেন, শিক্ষার্থীরাই আমাদের ‘চেইঞ্জমেকার’। এধরনের সামিট আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ-প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিটি হলে এনভায়রনমেন্টাল এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ৩-দিনব্যাপী এই সামিট-এ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। সামিটের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে প্যানেল ডিসকাশন, স্টাডি সার্কেল, ইকনোমিক্স অলিম্পিয়াড, পলিসি ডিবেট, ভিজ্যুয়ালাইজেশন প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবন ও গবেষণা বিষয়ক জাতীয় সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে “Research and Innovation for Social Impact: IER’s Recent Contributions to Education” শীর্ষক দিনব্যাপী এক জাতীয় সিম্পোজিয়াম গত ৩ মার্চ ২০২৪ ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এম অহিদুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম স্বাগত বক্তব্য দেন।

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি নতুন পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পাঠ্যক্রম বিষয়ে সাধারণ মানুষের গতানুগতিক মানসিকতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, দেশে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইতোমধ্যেই নতুন পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই নতুন পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি শিখতে পারবে এবং তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ন্যানোপ্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যানোপ্রযুক্তি সেন্টারের উদ্যোগে ‘গ্রিন সিন্থেসিস এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস্ অব ন্যানোম্যাটেরিয়ালস্’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যানোপ্রযুক্তি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবু বিন হাসান সুসান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে ভারতের সারদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এন. বি. সিং ‘ন্যানোম্যাটেরিয়ালস এর পরিবেশবান্ধব সংশ্লেষণ ও প্রয়োগ’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ন্যানোপ্রযুক্তি হচ্ছে অত্যাধুনিক একটি প্রযুক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত ন্যানোপ্রযুক্তি সেন্টার আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম দ্বার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ন্যানোপ্রযুক্তি নির্ভর গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে এই সেন্টার অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশে নানা ধরনের শিল্প ও সেবাখাতে আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে ন্যানোপ্রযুক্তি প্রয়োগ, অভিযোজন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জন এবং জনকল্যাণ সাধনে এই সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর উদ্যোগে ‘Industry-Academia Collaboration: Prospects, Challenges and the Way Forward’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ এ. মোমেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শেখ মোর্শেদ জাহান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও আইবিএ’র শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কারিকুলাম উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন, পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অন্যথায় বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং এগুলো দূর করার উপায় বের করতে হবে। এই কর্মশালা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভাষা উৎসব উদ্‌যাপিত

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ভাষা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই উৎসব উদ্বোধন করেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষা প্রোগ্রামের শিক্ষক ও দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল শহিদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা লাভ করেছি। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ বিশ্বের সকল দেশ ও সকল ভাষাভাষীর জন্য দিবসটি এখন শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস। উপাচার্য বিশ্বের সকল ভাষা যথাযথভাবে সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

দিনব্যাপী ভাষা উৎসবে বাংলা, ইংরেজি, আরবী, ফরাসি, হিন্দি, স্প্যানিশ, চীনা, জাপানিসহ বিভিন্ন ভাষায় সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ভাষা প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাপান, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

এ এফ রহমান হলে নতুন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম (রফিক শাহ্‌রিয়ার) গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে প্রাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার, ১৯৭৩-এর অন্তর্ভুক্ত ১ম স্ট্যাটিউটস-এর ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী তাকে এই নিয়োগ প্রদান করেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে হলের সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আজম এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহিমসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

অমর একুশে বই মেলা ২০২৪ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগ ও জাগৃতি প্রকাশনীর যৌথ আয়োজনে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার ‘প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়’ গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে এই গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, পালি এন্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নীরু বড়ুয়া এবং জাগৃতি প্রকাশনীর প্রকাশক রাজিয়া রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বইয়ের লেখককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান বিতরণ পদ্ধতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ছাত্র-শিক্ষকরা এই বই পড়ে জানতে পারবে। জ্ঞান সৃষ্টির প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি হলে মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির উৎসে আমরা পৌছাতে পারিনা। ইতিহাসের হারানো জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে এই বই সহায়ক হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তরুণ গবেষক সম্মেলন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে "Bangladesh: Politics, Geopolitics and Environment" শীর্ষক দিনব্যাপী 'তরুণ গবেষক সম্মেলন' গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী'র সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন, অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও তরুণ গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, তরুণ প্রজন্মকে গবেষণামনস্ক হতে হবে এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণ করতে হবে। গবেষণার ফল সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। গবেষণাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, উন্নত সমাজ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে গবেষণার কোন বিকল্প নেই। মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও গবেষকদের প্রণোদনা দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগ্‌গিরই একটি স্বতন্ত্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এলক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল সম্মেলন

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ৮ম আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল সম্মেলন গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Plant Sciences in Achieving SDGs"।

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আবুল বাশারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এ কে এম নজরুল ইসলাম এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেডের সভাপতি নুরুল হক চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির মহাসচিব অধ্যাপক ড. আসফাক আহমদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দেশে পর্যাপ্ত শাক-সবজি ও ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সমাধানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। উপাচার্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রশমন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য উদ্ভিদবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার বিজ্ঞানীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, আলজেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষক-গবেষকরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা বিষয়ক দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

'গ্লোবাল অ্যাসেম্বলি অন ফিউচার অব এডুকেশন' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বিল্ডিং স্মার্ট গ্লোবাল এডুকেশন কমিউনিটিজ: ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন ফর সাসটেইনেবিলিটি ইন এডুকেশন'। বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ এবং ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় গ্লোবাল এডুকেটরস ইনিশিয়েটিভ ফর সাসটেইনেবল ট্রান্সফরমেশন (জিইআইএসটি) এই সম্মেলন আয়োজন করেছে।

ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. সুসান ভাইজ, জিইআইএসটি-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব, জিইআইএসটি গ্লোবাল-এর সভাপতি ড. সব্যসাচী মজুমদার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বামন কুমার ঘিমির উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সমন্বয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, দেশে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইতোমধ্যেই নতুন পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে এবং আমাদের দেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে অত্যন্ত উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সুইডেনসহ ৮টি দেশের বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।

উদ্ভাবনী মেলায় ৬জন গবেষককে পুরস্কার প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে আয়োজিত 'উদ্ভাবনী মেলা-২০২৪'-এ প্রডাক্ট ক্যাটাগরি ও সার্ভিস ক্যাটাগরিতে ৬জন গবেষককে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

প্রডাক্ট ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের "Bacteriophage Based Electrochemical Biosensor for Detection of Typhoid Pathogen" শীর্ষক গবেষণাটি। এই গবেষণাটির নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক ড. মুনাওয়ার সুলতানা। এই গবেষণায় সহযোগিতা প্রদান করেছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন এবং কেমিকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. জাবেদ হোসাইন খান। তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ব্যাকটেরিওফাযকে ব্যবহার করে খুব অল্প সময়ে এবং সহজে টাইফয়েডের জীবাণু শনাক্তকরণ। গবেষক দলের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত সময়ে যেকোনো ক্লিনিক্যাল নমুনা বা তরল থেকে টাইফয়েড জীবাণু শনাক্ত করা সম্ভব। যেটি প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় সহজ ও কার্যকরী। উদ্ভাবনী এই প্রক্রিয়া টাইফয়েড শনাক্তকরণ এবং টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসা দ্রুত চিকিৎসা প্রদানে অবদান রাখবে বলে দাবি এই গবেষক দলের।

অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়ক 'শিখবে সবাই' শীর্ষক একটি এপ্লিকেশন উদ্ভাবনী মেলায় প্রডাক্ট ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অর্জন করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। কোনরকম পার্সোনাল ট্রেইনারের সহায়তা ছাড়াই এই এপ্লিকেশনের সহায়তায় অটিস্টিক শিশুরা স্কুলে শিখনের পাশাপাশি ঘরে বসেই তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারবে। এতে করে একটি পরিবারকে অটিস্টিক বাচ্চাদের শিখনের পেছনে যে চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয়, সেটা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। এই এপ্লিকেশনের সহায়তায় স্কুলের শিক্ষক সহজেই শিক্ষার্থীদের পাঠ প্রদান, অনুশীলন এবং তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারবেন। অপরদিকে শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণের সময় তাদের মনোযোগ, ব্যয়কৃত সময় ইত্যাদি মনিটর করা যাবে। ফলে শিক্ষক খুব সহজেই শিক্ষার্থীর শিখনের ধারাকে মূল্যায়ন করতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী পাঠ প্রদান করতে পারবেন। গবেষণাটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়াইব ও ড. আহমেদুল কবীর এবং এপ্লিকেশন তৈরির কাজ করেছেন একই ইনস্টিটিউটের ছাত্র কামরুজ্জামান আসিফ এবং ইশতিয়াক আহমেদ ফাহাদ। অটিস্টিক শিশুদের শিখনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করেছেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও ড. অসীম দাস।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম ও তার গবেষক দল 'হোমিকরসিন' নামক নতুন এক এন্টিবায়োটিকের উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করেন যা মেলায় ৩য় স্থান অর্জন করে। তাদের বর্তমান লক্ষ্য শিল্প কারখানায় বড় পরিসরে হোমিকরসিন উৎপাদন করা। এন্টিবায়োটিক তৈরির এই কৌশল নতুন আরো অনেক এন্টিবায়োটিক তৈরির পথ দেখাবে বলে মনে করে গবেষক দলটি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক শারমীন কবীরের তত্ত্বাবধানে ইনস্টিটিউটের এক দল শিক্ষার্থী সার্ভিস ক্যাটাগরিতে 'গল্পে গল্পে গণিত শিখি' বই তৈরি করে ১ম স্থান অর্জন করে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি দূর করার লক্ষ্যে এবং গণিত শেখাকে আনন্দময় ও সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত ৬ শ্রেণির গণিত বইটির বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা গল্পের আঙ্গিকে 'গল্পে গল্পে গণিত শিখি' বইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপী পৌছে দেয়ার প্রত্যাশায় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের এটি একটি সেবামূলক শিক্ষা উদ্যোগ। বইটিতে একীভূতকরণ, জেন্ডার সাম্য, সহযোগিতামূলক শিখন, দেশাত্মবোধ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য- এই ৫টি লেন্স অন্তর্ভুক্ত করে গাণিতিক ধারণাগুলো বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সার্ভিস ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অর্জন করে তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. সুমন আহমেদ-এর নেতৃত্বে আইআইটি-এর স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ফাহিম মোর্শেদ ও উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (কারস)-এর প্রিন্সিপ্যাল কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট মো. আব্দুর রহমানের সমন্বয়ে একটি গবেষকদল। অনলাইনে বাংলা প্রবন্ধ, খবর, ব্লগ ও অন্যান্য যেকোন বড় টেক্সট কে সংক্ষিপ্ত করার জন্য তৈরি করা বহুল প্রয়োজনীয় টুল হচ্ছে সারাংশ। এটি একটি ক্রোমিয়াম ব্রাউজার (যেমনঃ গুগল ক্রোম, মাইক্রোসফট এজ, অপেরা ইত্যাদি) ভিত্তিক ওয়েব এক্সটেনশন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে থাকা যেকোন বাংলা লেখা হতে খুবই সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল সারাংশ তৈরি করতে পারে। এতে ব্যবহারকারী অনেক বড় লেখার বিষয়বস্তু অল্প সময়ে বুঝতে পারবে। এই টুলটি ব্যবহারকারীর অন্যান্য অনলাইন কার্যক্রমে কোন বিঘ্ন ঘটায়না বরং ওয়েবপেজের সাথে নির্বিঘ্নে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে। টুলটি নতুন মেশিন লার্নিং এলগরিদমের মাধ্যমে বাংলা বাক্যের অর্থের ভিত্তিতে বাক্যগুলোকে গ্রুপ করে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে উপযুক্ত বাক্যটি নির্বাচন করে সারাংশ তৈরি করে। ফলে সারাংশে তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

সার্ভিস ক্যাটাগরিতে ৩য় স্থান অর্জন করেছে বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ পরিচালিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম'। আবিষ্কৃত টেলিমেডিসিন সফটওয়্যার ব্যবহার করে শহরের এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ পেতে পারছেন দেশের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার জনগণ। এর জন্য সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে। সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে সেবাকেন্দ্র স্থাপন করে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। টেলিমেডিসিন সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইন্টারনেটের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি ডাক্তারের সাথে রোগী কথা বলে স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারেন। ডাক্তারের দেওয়া প্রেসক্রিপশনও ইন্টারনেটের মাধ্যমে রোগীর কাছে চলে যায়। তবে কেবল ভিডিও কনফারেন্সই নয়, টেলিমেডিসিন সেবার বিশেষত্ব হলো নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন রোগ নির্ণয় যন্ত্রপাতি, যা ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীর শারীরিক তথ্য সরাসরি ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া যায়। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৩,০০০ এর বেশি রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে। সেবাপ্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৫৯ ভাগই নারী। এছাড়া শিশু ও ষাটোর্ধ্ব রোগীর সেবাগ্রহণের হার শতকরা ৩০ ভাগ।

ঢাবি শিক্ষার্থীর জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সামদুদ্দোহা সৌরভ ৩৯তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন। তিনি ২০২২-২০২৩ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি হন। এছাড়া, তিনি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় জুডো ও আন্তঃহল জুডোতেও স্বর্ণপদক অর্জন করেন। তিনি গত ১০ মার্চ ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক মো. শাহজাহান আলী ও উপ-পরিচালক নয়না চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. হামিদা খানমের অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. হামিদা খানম গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে Honorary Doctorate – Award 2024 অর্জন করেছেন। The George Washington University of Peace LLC Florida, USA তাঁকে এই ডিগ্রি প্রদান করে।

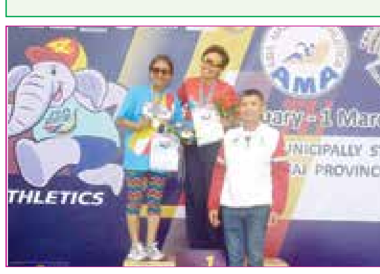

ঢাবি কর্মকর্তার পদক লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরিচালক ড. সালমা আরজু থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ওপেন মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস্-২০২৪-এ জাম্প ইভেন্টে ৩.৪৫ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সিলভার পদক অর্জন করেছেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের চীং মাই প্রদেশে ১১টি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৪র্থ মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় বয়সভিত্তিক ৪৫ থেকে ৫০ ক্যাটাগরিতে লং জাম্প ইভেন্টে তিনি এই গৌরভ অর্জন করেন।

বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ৫২বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ৫২বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১২ মার্চ ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম বজলুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী প্রণয় কুমার ভার্মা, সেনা সদর দপ্তরের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লে. জেনারেল মোঃ মজিবুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্ণেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির (বীর প্রতীক, পদ্মশ্রী) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ইশারায় তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের ১২ই মার্চ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহারের এই ঘটনা বিরল। এটি বঙ্গবন্ধু'র বিশাল ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ। বঙ্গবন্ধু ও মিসেস গান্ধীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেনা প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি ভারতকে বাংলাদেশের শর্তহীন অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের প্রয়োজনে ভারত সর্বদা পাশে থেকেছে। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিরাজমান এই সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিরাজমান ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের অনেক সৈন্য জীবন দিয়েছেন। দু'দেশের জনগণের মধ্যে বিরাজমান মৈত্রীর এই বন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও অসাধারণ দক্ষতার কারণেই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। এর মাধ্যমে আমরা মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পর্ব সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হই। সৈন্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদানও তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ইতিহাসের এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী প্রণয় কুমার ভার্মা বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ঘটনা দু'দেশের বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারত এবং বাংলাদেশের এই সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা বর্তমানে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ৫২বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর উদ্যোগে 'Empowering Future: Invest in Women towards Smart Bangladesh' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ১৩ মার্চ ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. হাসান মাহ্‌মুদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

সেমিনারে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম সম্মানিত অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শমী কায়সার, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির প্রমূখ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. হাসান মাহ্‌মুদ এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে প্রান্তিক পর্যায়সহ সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পৃথিবীর সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নৈতিকতা সমৃদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়তে নারীদের জ্ঞানের দিক থেকে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করতে হবে। এছাড়া তাদের প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের

অ্যালায়েন্স ফর উইমেন লিডারশিপ এর সভাপতি নাসিম ফেরদৌস। আলোচনায় অংশ নেন বিআইডিএস এর মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হক। এছাড়া, প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. নাজমুন্নেসা মাহ্‌তাব, বিবি প্রোডাক্টস্ এর প্রতিষ্ঠাতা বিবি রাসেল, ধানসিঁড়ি কমিউনিকেশন সম্পৃক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা নিজের দল ও পরিবার পরিচালনা করেছেন। বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছেন। নারীর অবদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ মার্চ ২০২৪ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়: মুহম্মদ আবদুল হাই জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ'-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ইশতিয়াক হাসান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কার্যক্রম শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের জন্য লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এক্সামিনেশন অটোমেশন সিস্টেম কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৩ মার্চ ২০২৪ ভূতত্ত্ব বিভাগের মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এক্সামিনেশন অটোমেশন সিস্টেম কার্যক্রম উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খান। এসময় অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ থেকে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এক্সামিনেশন অটোমেশন সিস্টেম কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল অনুষদে এই কার্যক্রম চালু করা হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দের পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম আরও আধুনিক হবে এবং সঠিক সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যাবে। এসব অটোমেশন সিস্টেমের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান আরও উন্নত হবে, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আসবে এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, এই অটোমেশনের আওতায় শিক্ষকরা নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে লগইন করে ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তাদের নির্ধারিত কোর্সসমূহ, পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম দেখতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে ক্লাসে উপস্থিতি, নির্ধারিত সেমিস্টার বা বর্ষের কোর্সসমূহ, ক্লাসে উপস্থিতি, বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল এবং ক্লাস সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দেখতে পারবেন। এসব কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও সহযোগিতায় রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইসিটি সেল।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাবি চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন (বিডিএফ) আয়োজিত 'নগর ও নারী' শীর্ষক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি। ১১ মার্চ ২০২৪ অনুষ্ঠিত এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিইউপি ডিবেটিং ক্লাবকে ৬-০ ব্যালটে পরাজিত করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির দল 'অপরাজেয় বাংলা'। চ্যাম্পিয়ন দলের হয়ে বিতর্ক করেছেন সোহানুর রহমান সোহান, নুসরাত জাহান শামামা ও রাগীব আনজুম। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয়েছেন রাগীব আনজুম। দেশ সেরা মোট ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দলকে নিয়ে আয়োজিত হয় এই প্রতিযোগিতা।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

স্পেনের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মি. গাব্রিয়েল সিসতিয়াগা গত ৫ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের স্প্যানিশ ভাষা প্রোগ্রামের ভিজিটিং প্রফেসর মিস মারিয়া আমপারো পোর্টা রিভাস তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্পেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি আরও গতিশীল করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চলমান স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজনের বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্পেনের বিভিন্ন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ছাত্র-ছাত্রী বিনিময় এবং শিক্ষার্থী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিসহ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় স্পেনের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

বৃটিশ কাউন্সিলের আঞ্চলিক পরিচালক

বৃটিশ কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক মিস হেলেন সিলভেস্টার গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় বৃটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. টম মিসিওসিয়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি আরও গতিশীল এবং যৌথ ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ে আরও যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। যৌথভাবে উদ্ভাবনী গবেষণার জন্য যুক্তরাজ্যের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের আঞ্চলিক পরিচালকের সহযোগিতা চান। এছাড়া, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভাষা কোর্সে অধিক হারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ভর্তি এবং যুক্তরাজ্যে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের আঞ্চলিক পরিচালককে অনুরোধ জানান।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের আঞ্চলিক পরিচালক এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার

বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার হাজনাহ মোহা. হাশিম গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় পেন্ডিডিকান সুলতান ইদ্রিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও যোগাযোগ অনুষদের ডিন অধ্যাপক মাজুরা মাস্তুরা মুহাম্মদ এবং হাই কমিশনের প্রধান চ্যান্সারি আনিস ওয়াজদি মোহাম্মদ ইউসুফ তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়েশিয়ার বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেন্ডিডিকান সুলতান ইদ্রিস বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে গবেষণা জার্নাল প্রকাশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য হাইকমিশনারকে ধন্যবাদ জানান।

পরে মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের মালয় স্টাডিজ সেন্টার পরিদর্শন করেন।

রাশিয়া ফেডারেল এজেন্সি'র ডেপুটি ডিরেক্টর

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেডারেল এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর মি. শেভতসভ পাভেল গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের কাউন্সেলর এবং রাশিয়া হাউসের পরিচালক মি. পাভেল এ ডভয়চেনকভ এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও চিকিৎসা বিষয়ে আরও যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিয়ান স্টাডিজ সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে রাশিয়ান ভাষা কোর্সের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

ফেডারেল এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। শিগ্‌গিরই এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার সরকার ও জনগণের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার কথা তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক

যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাইকেল এস. স্টেকলার গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক মি. অস্টিন চ্যাডউইক তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় দু' বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক ও গবেষক বিনিময় এবং জলবায়ু পরিবর্তন, উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা, ভূগর্ভস্থ পানি ও পরিবেশ বিষয়ক আরও যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিগ্‌গিরই এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মি. গাব্রিয়েল সিসতিয়াগা গত ৫ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

বৃটিশ কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক মিস হেলেন সিলভেস্টার গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় বৃটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. টম মিসিওসিয়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার হাজনাহ মোহা. হাশিম গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেডারেল এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর মি. শেভতসভ পাভেল গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাইকেল এস. স্টেকলার গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

বাংলা-নর্ডিক সাহিত্য উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টাডি সেন্টার, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এবং সুইডেনের উপসালা সাহিত্যকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২য় বাংলা-নর্ডিক সাহিত্য উৎসব। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টাডি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, বাঙালি-সুইডিশ কবি ও নাট্যকার আনিসুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ সুইডিশ দূতাবাস, নরওয়ে দূতাবাস এবং ড্যানিশ দূতাবাসের প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ভাষার মাসে মহান ভাষা শহিদদের অমর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ভাষা শহিদদের আত্মোৎসর্গের কারণে আজ আমরা মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার পেয়েছি। আমাদের এই আত্মত্যাগের কারণে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হওয়ায় বিশ্বের সকল ভাষার মানুষ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য সাহিত্যকে সভ্যতার অন্যতম উৎস উল্লেখ করে আরও বলেন, সাহিত্যকর্ম কোন নির্দিষ্ট এলাকার বা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্য যে কোন দেশ ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে।

উল্লেখ্য, এই উৎসবে দেশি-বিদেশি কবি ও সাহিত্যিকরা অংশ নেন।

'জাপানিজ স্টাডিজ ডে'

জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আয়োজিত ৩-দিনব্যাপী 'জাপানিজ স্টাডিজ ডে' সমাপ্ত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৫ মার্চ ২০২৪ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর বাংলাদেশ অফিসের মুখ্য প্রতিনিধি মি. ইচিগুচি তমোহিদো এবং মিতসুবিশি কর্পোরেশন বাংলাদেশ অফিসের মুখ্য প্রতিনিধি মি. মিউং-হো লি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. দিলরুবা শারমীন। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শিবলী নোমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জাপানের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক রয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক ও তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপান বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৫ মার্চ ২০২৪ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত ৩-দিনব্যাপী 'জাপানিজ স্টাডিজ ডে'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন

উপাচার্যের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ জগন্নাথ হলের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, হলের সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমানসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল দীর্ঘকাল ধরে সাড়ম্বরে এই উৎসব আয়োজন করে আসছে। দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ও অসাম্প্রদায়িক সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন মানুষ সকল উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিকতার প্রতীক এই উৎসব থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতাসহ সকল ক্ষেত্রে বলীয়ান হওয়ার প্রয়াস নেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পূজা উৎসব আয়োজনের জন্য জগন্নাথ হল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে-উপাচার্য

১ম পৃষ্ঠার পর) বিষয়ে দিক্ নির্দেশনা ছিল। বঙ্গবন্ধু মানুষের মনের ভাষা বুঝতেন। তিনি যা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তা-ই ৭ই মার্চের ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে। এ কারণেই তাঁর আহ্বানে লাখ লাখ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

উপাচার্য বলেন, এই ভাষণের আগে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ তাঁর নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই পতাকা ৭ই মার্চের জনসভায় গণমানুষের হাতে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য তিনি জাতিকে প্রস্তুত করেন। ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ও সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষ্যে সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে গত ৭ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৮ জন শিক্ষক

অসাধারণ গবেষণা কর্মের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৮ জন শিক্ষককে 'ডিনস্ রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষকদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শেফালী বেগম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার জন্য শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের এমন গবেষণা করতে হবে, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গবেষকদের প্রণোদনা দিবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক আরও জোরদারের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণাধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক ক্যাটাগরিতে ডিনস্ রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম নুরুন নবী, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুনাওয়ার সুলতানা এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. তাহমিনা ইসলাম, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. রাফিউল ইসলাম রাঁঙ্গা এবং মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মিসেস নুসরাত জাহান পুনম।

'অর্থনীতি ১৯৭৬ স্মৃতি বৃত্তি' পেলেন দু'জন মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের দু'জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি ১৯৭৬ স্মৃতি ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন মো. আব্দুল্লাহ আল সাকিব এবং সাদিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

উল্লেখ্য, অর্থনীতি বিভাগে ১ম বর্ষ আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ১৯৭৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। বিভাগের দাতারা গত ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধির জন্য অর্ধ লক্ষ টাকার একটি চেক উপাচার্যের নিকট হস্তান্তর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম, দাতা প্রতিনিধি- সাবেক তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম, রমেন্দ্র চন্দ্র বসাক, গোলাম হাফিজ আহমেদ এবং আমীর আব্দুল ওয়াহাব উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষার্থীদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। উপাচার্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাদের ধন্যবাদ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ১৯৭৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচের প্রতিষ্ঠিত অ্যালামনাইদের প্রতি আহবান জানান।

বঙ্গবন্ধু'র দূরদর্শী চিন্তা

১ম পৃষ্ঠার পর) তাৎপর্য সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার পতাকা উত্তোলন দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ২রা মার্চ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমেই বিশ্বকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব জানান দেয়া হয়েছিলো। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল তার নির্দেশনা ও নেতৃত্বে ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ পতাকা উত্তোলনের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস ও অর্জন প্রজন্ম পরম্পরায় বহন করে নিতে হবে।

আলোচনা পর্বের আগে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

আলোচনা পর্ব শেষে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও বরেণ্য কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম সংগীত পরিবেশন করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ এবং নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশন করে।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৯ শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৭জন কৃতী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, একই বিভাগের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ১ জন ছাত্রী এবং ১ জন ছাত্র 'অধ্যাপক ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন ও রায়হানা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ও সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি ভালো মানুষ ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

'অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, রেসমা আক্তার, জাহানারা, জিনাত আরা মুনা, সালমা আক্তার, শবনব শিলা, মোসা: তানিয়া খাতুন ও আফসানা নূর ফাবি।

'অধ্যাপক ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন ও রায়হানা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, ঈশিতা খাতুন ও মো. তৌহিদুল ইসলাম।

অ্যালামনাই নেতৃবৃন্দের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মতবিনিময়

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অ্যালামনাইবৃন্দ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অ্যালামনাইরা সবসময় অবদান রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষার্থীদের বিকশিত করতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি অ্যালামনাইবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, সকল বিভাগ, হল, ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও নেতৃবৃন্দের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক মতবিনিময় সভায় উপাচার্য এই আহ্বান জানান।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদসহ বিভিন্ন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের সকল অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের জন্য অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারসহ আমাদের নানাবিধ উদ্যোগকে সফল করতে অ্যালামনাইদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে তাদের সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এনডাওমেন্ট ফান্ডে অনুদান প্রদানের জন্য উপাচার্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা

১ম পৃষ্ঠার পর) করা হবে বলে তিনি জানান। 'ক্রাউড ফাইন্যান্সিং সিস্টেম' প্রবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে 'স্টার্ট আপ' চালু করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মানসম্মত গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার উপর তিনি জোর দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবন-ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে তিনি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

উল্লেখ্য, দিনব্যাপী উদ্ভাবন মেলায় মোট ১০০ টি উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থাপন ও পণ্য প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্যে ৪০টি উদ্ভাবনী পণ্য এবং ৬১টি সার্ভিস ইনোভেশন আইডিয়া প্রদর্শিত হয়। মেলায় স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাটজাত পণ্য উৎপাদন, বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি, পরিবেশ ও পানি দূষণ প্রতিরোধে টেকসই পদ্ধতি, এনজাইম ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণের পদ্ধতি, রাসায়নিক পদার্থ মুক্ত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, অটোমেশন অব টেবুলেশন সিস্টেম, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক মোবাইল অ্যাপ তৈরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা নির্মূলকরণ ও বাস ট্র্যাকিং সিস্টেম, স্টুডেন্ট মনিটরিংসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা ও পণ্য প্রদর্শন করা হয়।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫